Pandit Deendayal Upadhyaya Govt. Model College, Katlicherra

Journal of Multidisciplinary Research and Analysis

Volume 2, Issue 1 (2026)
https://pdugmck.ac.in/index.php/journal-jmsa/

বেদান্তে বৈদিক দেবতা

সংক্ষিপ্তসারঃ

বেদান্ত শুদ্ধ যে একটা দার্শনিক বাদানুবাদ, তা নয়।সমগ্র হিন্দুজাতি বেদান্তের দ্বারা পরিচালিত। হিন্দুর যোগ-ভক্তি-কর্ম, হিন্দুর সাধন-ভজন-ধর্ম, হিন্দুর রাজনীতি, সমাজনীতি, চতুরাশ্রম ও চতুবর্ণবিধি- **সমস্তই বেদান্ত প্রতিপাদিত শুদ্ধাদ্বৈতজ্ঞানের উপরে সংস্থাপিত। সহস্র সহস্র বছর ধরে হিন্দুজাতি অদ্বৈতামৃতরসে পরিপুষ্ট হয়েছে। সম্পদে-বিপদে প্রতিষ্ঠা ও বিপ্লবে অদ্বৈতমুখীন নিষ্কামধর্ম পালনে হিন্দুত্ব মরণকে অতিক্রম করেছে।** কত-না সভ্যজাতি কালগর্ভে বিলীন হল, **কিন্তু হিন্দু অমর**- কেন না, **বেদান্তরস তার অস্থিমজ্জাকে সততই স্নিগ্ধ করছে। হিন্দুর দর্শনে ও ধর্মে, সাহিত্যে ও বিধিব্যবস্থায় বেদান্ত কিরূপে স্ফূর্ত্তিলাভ** করেছে, তার সম্যক্ বোধ **আবশ্যক।বেদান্তবিজ্ঞানের এই ধারাবাহিক ব্যবহারসঙ্গতি হৃদয়ঙ্গম না হলে কোন ফল হয় না**- কেবল **বাগ্বিতণ্ডার সৃষ্টি হয় মাত্র। আলোচ্য প্রবন্ধে বেদান্তে ব্রহ্মবাদ প্রচারের ফলে, বৈদিক দেবতাদের গতি কি হয়েছিল এই বিষয়ে** আলোচনা করা হবে।

Gobinda Sarkar "Vidyabhushan"

Department of Sanskrit,Sabour College, Sabour (Bhagalpur), India
Email: gsarkar084@gmail.com
Corresponding Author*: Gobindo Sarkar
Email of Corresponding Author*: gsarkar084@gmail.com

Keywords: ব্রহ্মবাদ, একেশ্বরবাদ, **বহুদেবতাবাদ**, হিন্দু ধর্ম, বৈদিক দেবতা, বেদান্তদর্শন।

Received: *4th Octobar 2025,* **Accepted:** *14th February 2026* **Published:** *28th February 2026*

অনেক বছর আগে আচারবান্ হিন্দুদের মধ্যে এক প্রশ্ন উঠেছিল, যে, সত্যি সত্যিই গঙ্গা কি এখনও পৃথিবীতে বর্তমান আছেন, না, তিনি অন্তর্হিতা হয়েছেন? কয়েক জন পণ্ডিতে মিলে হঠাৎ শাস্ত্রের এক বচন আবিষ্কার করলেন যে,-

"কলৌ দশসহস্রানি বিষ্ণুস্ত্যজতি মেদিনীম্।
তদর্দ্ধং জাহ্নবীতোয়ং তদর্দ্ধং গ্রাম্যদেবতা॥"[1]

[1]স্কন্দপুরাণম্ – ২/৪/৩৫/৩২

অর্থাৎ কলিযুগের দশহাজার বছর পর্য্যন্ত বিষ্ণু ভূতলেথাকবেন।জাহ্নবী তার অর্দ্ধেক এবং গ্রাম্যদেবতা তারও অর্দ্ধেককাল থাকবেন। বলা বাহুল্য, তার পর তাঁরা অন্তর্হিতা হবেন।

তখন হিসাব করে দেখা গিয়েছিল যে, জাহ্নবীর যাওয়ার সময় হয়েছে, এবং গ্রাম্য দেবতারা বহু পূর্বেই অন্তর্হিত হয়েছেন।এই আবিষ্কার হওয়া মাত্রেই সমাজে মহা আলোড়ন উপস্থিত হল।তা হলে গঙ্গাস্নানে আর ফল কি? আর গ্রামের বিবিধ দেবদেবীরা কিসের জোরে পূজা খাচ্ছেন? তাঁরা যে কেউই নাই। ধর্মজগতে অরাজকতার আশঙ্কা করে সুধিবর্গ আবার গবেষণায় প্রবৃত্ত হয়ে বরাহপুরাণের আর একটী বচন আবিষ্কৃত করলেন এই যে,-

"পৃথিবী গঙ্গয়া হীনা ভবিষ্যত্যন্তিমে কলৌ।
তদৈব বিষ্ণুস্ত্যজতি মেদিনীং নরপুঙ্গব॥"[2]

অর্থাৎ কলির অন্তিমেই গঙ্গা পৃথিবী ত্যাগ করবেন এবং বিষ্ণুও সেই সময়ই যাবেন। এখনও সে অন্তিমকাল আসে নাই।অতএব এখনও গঙ্গায় স্নান করলে এবং বিষ্ণুর পূজা করলে পুণ্যের সম্ভাবনা আছে।

ভাটপাড়ার পণ্ডিতমণ্ডলী ব্যবস্থা দিলেন- এবং সেই ব্যবস্থা প্রতি বছর পঞ্জিকার পৃষ্ঠায় মুদ্রিত হতে লাগল- যে, বিভিন্ন বচনের একবাক্যতা সম্ভব হলে, বাক্যভেদ কল্পনা করবে না; অর্থাৎ পূর্বোক্ত উভয় বচনের মধ্যে শেষোক্তটাই গ্রহণ করবে।

এই ক্ষেত্রে ভাটপাড়ার পণ্ডিতদের একবাক্যতার ধারণাটা প্রশংসনীয় কি না, সে বিচার নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু একটা কথা ঠিক, যে, আচারবান্ হিন্দু বিষ্ণু, গঙ্গা প্রভৃতি দেবদেবীগণের তিরোভাবে বিশ্বাস করতে চায় না। বৈদিক দেবতাগণ যে হিন্দুর জীবনে, তাদের চিন্তায় এবং ধর্মে, এখনও লোপ পান নাই, এটাই তার একমাত্র প্রমাণ নয়। কিন্তু এই আন্দোলন হতেও বোঝা যায় যে, দেবতাতে বিশ্বাস বজায় রাখবার জন্য আন্বীক্ষিকীর নিয়ম লঙ্ঘন করতেও হিন্দু সব সময় কুণ্ঠিত হয় না।

প্রতীক-উপাসনা এখনও হিন্দুসমাজে বর্তমান রয়েছে; এখনও গৃহে, মন্দিরে, তীর্থে হিন্দু মৃন্ময়, হিরণ্ময়, পাষাণময়, কিংবা দারুময় বিবিধ মূর্ত্তির পূজা করে থাকে। এবং এখন বোধ হয় হিন্দুই জগতের একমাত্র সভ্যজাতি, যে, আজও মূর্ত্তির পূজা ত্যাগ করে নাই। সুতরাং দেবগণ এখনও মর্ত্ত্যে বর্তমান রয়েছেন, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। আর, তাঁদের যাওয়ারও যে ঢের দেরী আছে, তাও পণ্ডিতমণ্ডলী বিরুদ্ধ বচন-সমূহের একবাক্যতা দ্বারা প্রমাণ করে রেখেছেন।

অবশ্যই, এক বিষ্ণু ছাড়া বৈদিক দেবতাদের মধ্যে আজকাল আর কেউ বড় পূজা পান কি না সন্দেহ।পুষ্করিণী প্রতিষ্ঠার সময় বোধ হয় বরুণের পূজা হয়ে থাকে; তাছাড়া, ইন্দ্র, যম, অগ্নি, বিশ্ব-দেবগণ, মিত্র প্রভৃতি অনেকেই বিস্মৃতপ্রায়; এবং কেউ কেউ– যেমন অগ্নি কালে-ভদ্রে এক-আধটু পূজা পেয়ে থাকেন মাত্র। শিব, দুর্গা, কালী, কৃষ্ণ প্রভৃতি হতে আরম্ভ করে সত্যপীর, শনৈশ্চর, মনসা প্রভৃতি অনেক অবৈদিক, এমন কি, অনার্য্য দেবদেবী বৈদিক দেবগণের স্থান অধিকার করে বসেছেন।

কিন্তু বর্তমানে উপাসিত দেবগণ ঠিক বৈদিক দেবতা না হলেও, এটা ঠিক যে, বহু-দেবতায় বিশ্বাস হিন্দুর অস্থিমজ্জায় মিশে রয়েছে। এখন যাঁরা উপাসিত হচ্ছেন, সে সব দেবগণের কেউ বা খাঁটী বৈদিক; কেউ বা বেদের সময়ে অমূর্ত্ত কিংবা অস্ফুট-মূর্ত্তি ছিলেন, বর্তমানে মূর্ত্তি পরিগ্রহ করেছেন; আর কেউ বা, একেবারে বেদের বাইরে জন্ম পরিগ্রহ করেছেন।কিন্তু হিন্দুর জগৎ যে দেবগণশূন্য নয়, এটা ঠিক। পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকের জগৎপ্রপঞ্চে চেতন এবং জ্ঞানবান্

[2]শ্রীচৈতন্য-বাণী, ২৮শ বর্ষ, পৃ.- ২১২

জীবসমূহের মধ্যে মানুষই সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সর্বশেষ। মানুষের উপরে, দেহবান্ কিংবা বিদেহ, অন্য কোন চেতন সত্তার অস্তিত্ব বিজ্ঞানবিদ্ বিদিত নন, এবং বিশ্বাসও করেন না। কিন্তু হিন্দুর বিশ্বাস- মানুষের উপরে এবং হয় ত বা মানুষের চেয়ে অনেক রকমে শ্রেষ্ঠ, অশরীরী কিংবা সূক্ষ্ম-শরীরবান্ আরও চেতন সত্তা বর্তমান আছে। যক্ষ, রক্ষ, গন্ধর্ব, কিন্নর, প্রভৃতি যে শুধু লৌকিক উপকথার জীব, তা নয়; শিষ্ট সাহিত্যে-উজ্জয়িনী, পাটলিপুত্র প্রভৃতি রাজধানীতে উৎপন্ন, শিক্ষিত সমাজের উপভোগ্য, কালিদাস প্রভৃতির রচনায়ও- এই সব জীবের অস্তিত্বের কথা শোনা যায়। আর, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর, প্রভৃতির চেয়েও বড় বিবিধদেবদেবীরাও বিশ্বের সর্বত্র ছড়িয়ে রয়েছেন।

স্বর্গীয় দূত কিংবা angel প্রভৃতিতে বিশ্বাস ইহুদী, খ্রীষ্টান এবং মুসলমান ধর্মেও রয়েছে। গেব্রিয়েল, মাইকেল প্রভৃতি স্বর্গের দূতেরা ধর্মে এবং কাব্যে- জ্ঞানে এবং কার্যে- পাশ্চাত্য জগতে অনেকবার দেখা দিয়েছে। কিন্তু সে-সব দেশের বিজ্ঞান ও দর্শনের রশ্মিপাত সহ্য করতে না পেরে স্বর্গীয় দূত প্রভৃতি কায়-হীন কিংবা অতিকায় বহুবিধ জীবই এখন অন্তর্হিত হয়েছেন; এমন কি স্বয়ং স্বর্গাধিপতি ভগবানের সিংহাসনও কেঁপে উঠেছে। ভগবান্‌কে কোনও রূপে মানতে রাজী হলেও গ্রীকদের কিংবা হিন্দুদের মত বিশ্বময় দেবগণের অস্তিত্বে বিশ্বাস পাশ্চাত্য জগৎ আর করতে রাজী নয়, এটা আমরা সর্বদাই দেখছি। গ্রীকদের এথিনি, জিউস্ প্রভৃতি দেবদেবীরা শুধু যে পৃথিবীর এপারে ওপারে যাওয়া-আসা করতেন, তা নয়, প্রায়ই তারা মানুষদের সঙ্গে মিশতেন- এমন কি, কখন কখন বা বৈবাহিক সম্বন্ধও স্থাপন করতেন; এবং সর্বদাই তারা মানুষের প্রদত্ত পূজা এবং সম্মান আকাঙ্ক্ষা করতেন– এবং সেই জন্যই মানুষের ভাগ্যের উপর আধিপত্য করতেও সচেষ্ট থাকতেন। হিন্দুর দেবতারাও বেদের সময় হতে ঠিক এমনই ভাবে মানুষের সঙ্গে একটা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রক্ষা করে আসছেন। কিন্তু গ্রীস খ্রীষ্টান ধর্ম গ্রহণ করে দেবতাদেরকে ত্যাগ করেছে; গ্রীসে আর এখন মন্দিরে মন্দিরে এথিনি কিংবা এপোলোর পূজা হয় না।ভারত শুধু আজও দেবতাদেরকে বাঁচিয়ে রেখেছে; ভারতেই শুধু এখনও দেবতার পূজা ও আরতি হয়ে আসছে।

খ্রীষ্টান ধর্ম ইয়োরোপে, গ্রীসের এবং রোমের দেবগণকে নির্ব্বাসিত করেছে; আর, খ্রীষ্টান ধর্মের ভিতর যে স্বর্গীয় দূত প্রভৃতি,- ঈশ্বরের চেয়ে ছোট অথচ মানুষের চেয়ে বড়,-জীব ছিল,তাদেরকে পরিপূর্ণ রূপে নির্ব্বাসিত করেছে সে দেশের দর্শন এবং বিজ্ঞান।Swedenborg প্রভৃতি দু'এক জন সৃষ্টিছাড়া, দলছাড়া লোকের কথা বাদ দিলে, পাশ্চাত্য দেশের লোকদের মতে এখন এই বিশাল জগৎ একটা জড়ের সমষ্টি; অথবা একটা মানস-সৃষ্টি; এবং এর পেছনে ঈশ্বরের চৈতন্য অথবা অচেতন প্রাকৃতিক শক্তি রয়েছে; আর, এই প্রাকৃতিক শক্তি কিংবা ঐশ্বরিক শক্তি দ্বারাই এই জগৎ প্রপঞ্চ চালিত হচ্ছে।এই জগতের ভিতরে চেতন, অচেতন, মানুষ, অমানুষ, বহু প্রকার জীব এবং বহু প্রকার পদার্থ বর্তমান রয়েছে; কিন্তু মানুষ এবং ঈশ্বর- এ উভয়ের মাঝামাঝি দেবজাতীয় আর কোনও সত্তা নেই। আকাশে যে মেঘ ডাকে, তার কারণ এবং কৈফিয়ৎ তারা জানে, কিন্তু কোন ইন্দ্র সেখানে বজ্র দ্বারা বৃত্রাসুর বধ করেন না। আগুণ যে দহন- শক্তি সম্পন্ন, সে কথা তারা জানে; এবং কেন যে আগুণ পোড়ায়, তার রাসায়নিক কারণও তারা অবগত আছে; কিন্তু দেবতা এর মধ্যে থেকে তাদের পূজার দাবী করতে পারেন, এটা তারা কল্পনা করতে পারে না। সুতরাং হিন্দুর বিশ্বাসের বাইরে, দেবতা আর নাই।হিন্দুর বিশ্বাসে কিন্তু তিনি এক রকম মৌরসী কায়মী পাট্টা নিয়ে বসেছেন; ভবিষ্য পুরাণের মতে দেবতাদের যাওয়ার সময় হয়ে থাকলেও, বায়ু পুরাণের মতে আবার সেটা স্থগিত হয়ে যায়; এবং বরাহ- পুরাণের মতের সঙ্গে একার্থতা রক্ষা করতে হয় বলে, তাদেরকে আমরা কিছুতেই যেতে দিতে পারি না।

হিন্দু পৌত্তলিক, হিন্দু একেশ্বরবাদী নয়, সে বহু দেবতায় বিশ্বাস করে,- ইত্যাদি প্রকার অভিযোগ ইংরেজ রাজত্ব প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গেই খ্রীষ্টান মিশনরীরা করতে আরম্ভ করলেন। এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে রামমোহন প্রভৃতি মনীষিগণ উপনিষদের **"সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম"**[3],**"একমেবাদ্বিতীয়ম্"**[4] প্রভৃতি বাক্য উদ্ধৃত করে বাক্‌যুদ্ধে মিশনরীদেরকে বুঝিয়ে দিলেন যে, প্রকৃত পক্ষে হিন্দুও একেশ্বরবাদীই বটে; এবং বহু দেবতা শুধু সাধারণ লোকদের জন্য; ও বিশ্বাসটা ঠিক ধর্ম নয়, ওটা একটা কুসংস্কার ভিন্ন আর কিছু নয় এবং ক্রমশঃ শিক্ষার আলোক বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে এ কুসংস্কার দূর হবে, সে আশাও তাঁরা করতে লাগলেন। এই শিক্ষার আলোক বিস্তারের চেষ্টা- এবং উপনিষদের ব্রহ্মোপাসনা প্রবর্তন হতেই ব্রাহ্মসমাজের উৎপত্তি কিরূপে হয়েছে, তা এখনও বর্তমান ছাড়িয়ে ঐতিহ্যে পরিণত হয় নাই; সুতরাং সে সম্বন্ধে কিছু বলা নিষ্প্রয়োজন।

একেশ্বরবাদ এবং বহুদেবতার উপাসনা, এ দুইয়ের মধ্যে কোন্‌টী শ্রেষ্ঠ, সে সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন এখন উত্থাপন করাই অর্ব্বাচীনতার পরিচায়ক হবে। কিন্তু এটা জিজ্ঞাসা করা যেতে পারে যে, ব্রহ্মকে এক এবং অদ্বিতীয় মনে করেও বহু দেবতায় বিশ্বাস করা যায় কি না; এবং উপনিষদের ঋষিরা তা করতেন কি না? এটা আমরা জিজ্ঞাসা করতে অবশ্যই পারি যে, বেদান্তে ব্রহ্মবাদ প্রচারের ফলে, বৈদিক দেবতাদের গতি কি হয়েছিল? ইয়োরোপে খৃষ্টান ধর্মপ্রচারের পর হতেই আস্তে আস্তে রোমীয় এবং গ্রীসীয় দেবতারা সব নিরুদ্দেশ হয়েছেন, এটা আমরা জানি; ভারতে যে বেদান্ত, ন্যায়, এমন কি বৌদ্ধ ও লোকায়ত মত প্রচারের ফলেও দেব- মন্দির সব ধ্বংস হয়ে যায় নাই, তাও ঠিক।কিন্তু বেদান্তে বৈদিক দেবতাদের গতি কি হয়েছিল? বেদান্ত ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য দেবতার অস্তিত্ব স্বীকার করতেন কি? বেদান্তের অদ্বৈতবাদ, মায়াবাদ, প্রভৃতির সঙ্গে বেদের বহুদেবতাবাদের স্বভাবতঃই একটা বিরোধ আছে বলে মনে হয়।এবং যাঁরা উপনিষদের ব্রহ্মবাদের উপর একেশ্বরবাদের প্রতিষ্ঠা করেছেন, তাঁরা উপনিষদকে এই অর্থেই গ্রহণ করেছেন এবং উপনিষদে বৈদিক দেবতাদের সমাধি হয়ে গিয়েছে- এটাই তাদের ধারণা।

পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরাও অনেক সময় উপনিষদের ব্রহ্মবাদে বৈদিক বহু দেবতার একীকরণ এবং তাঁদের পৃথক সত্তার বিলোপ দেখে থাকেন; এবং এই মায়ামূলক জগতে মানুষের যতটুকু বাস্তবতা আছে, ততটুকু বাস্তবতাও বেদের দেবতা ইন্দ্র, যম, বরুণের আছে কি না, সে বিষয়ে সন্দেহ করে থাকেন।

সূক্ষ্মদর্শী আচার্য্য ডয়সেন্‌অবশ্যই খাঁটী কথাটা ধরেছেন। তিনি ঠিকই বলেছেন যে, Xenophanes যেমন গ্রীক দেবতাতে আস্থাহীন হলেও তাদের অস্তিত্ব একেবারে অস্বীকার করেন নাই, উপনিষদের ঋষিরাও তেমনই বৈদিক দেবতাতে ক্রমশঃ আস্থা হারিয়ে ফেললেও, তাদের অস্তিত্ব একেবারে অস্বীকার করেন নাই।কিন্তু ব্রহ্মমূলক বিরাট জগৎ-প্রপঞ্চের মধ্যে দেবতাদের স্থান ঠিক কোথায়, সে বিচার ডয়সেন্‌ও করেন নাই। আবার, ডয়সেন্‌ যতটুকুতে দৃষ্টি দিয়েছেন, অনেকে ততটুকুও দেখেন নাই; এবং উপনিষদের ঋষিরা যে দেবতাদেরকে একেবারে বাতিল ও নামঞ্জুর না করে বরং জগতের প্রপঞ্চের কোনও এক স্থানে তাঁদেরও থাকবার স্থান করে দিয়েছেন এবং তাঁদের সম্বন্ধেও যে তাঁরা চিন্তা করেছেন, এ কথাটাই অনেকে মানেন না, কিংবা জানেন না।

তেরখানা প্রধান উপনিষদের অনুবাদ করতে গিয়েHume[5] বলেছেন যে, অদ্বৈতবাদ প্রতিষ্ঠার ফলে উপনিষদে বৈদিক দেবগণে বিশ্বাস করবার আর কোনও প্রয়োজন রইল না। অর্থাৎ উপনিষদে সে বিশ্বাস দূর হয়ে গেল।

[3]ছান্দোগ্যোপনিষদ্ – ৩/১৪/১

[4]ছান্দোগ্যোপনিষদ্ – ৬/২/১

[5] Thirteen Principal Upanishads: Hume. Page – 52.

কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা যায় নাই।এত সব দর্শনের প্রচার সত্ত্বেও যেমন হিন্দুর ধর্ম ও সমাজ হতে দেবতার পূজা লোপ পায় নাই, তেমনি ঔপনিষদিক অদ্বৈতবাদের ফলে উপনিষদেও দেবতার প্রতি বিশ্বাস একেবারে লোপ পেয়ে যায় নাই।ব্রহ্মের আবির্ভাবের পরেও ঋষিদের চিত্তে দেবগণ রয়ে গেলেন। শুধু তাই নয়, মানুষের মুক্তির জন্য যেমন ঋষিরা শাস্ত্র প্রণয়ন করলেন, তেমনি এই দেবতাদের সম্বন্ধেও ঋষিরা কথঞ্চিৎ মাথা ঘামিয়েছেন।

বেদে যেমন অগ্নি বরুণ প্রভৃতির নিকট প্রার্থনা করা হত, উপনিষদেও সেটা একেবারে লোপ পায় নাই।যথাঃ-

☆**"অগ্নে নয় সুপথা রায়ে অস্মান্"**[6]প্রভৃতি দ্বারা অগ্নির নিকট প্রার্থনা করছেন!

☆তৈত্তিরীয় উপনিষদের শান্তিমন্ত্রে বেদের অনেক দেবতাকেই দেখতে পাই-

"শং নো মিত্রঃ শং বরুণঃ॥ শং নো ভবত্বর্য্যমা॥ শংনো ইন্দ্রো বৃহস্পতিঃ॥ শং নো বিষ্ণুরুরুক্রমঃ॥"[7] ইত্যাদি।

বেদে যেমন দেবতাদের সঙ্গে মানুষের আদান-প্রদান চলত, উপনিষদে তাও রয়েছে, যেমন নচিকেতা ও যমের সংবাদ। আর একটাসাধারণ সত্য আমাদের মনে রাখতে হবে যে, উপনিষদের ব্রহ্মতত্ত্বের আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে বৈদিক ক্রিয়াকলাপের মোটেই লোপ পায় নাই। বরং অনেক সময় সেই সব যাগযজ্ঞের উপলক্ষ্যেই ব্রহ্মতত্ত্বের আলোচনা হত; জনকের যজ্ঞে সমাগত ব্রাহ্মণদের সঙ্গেই যাজ্ঞবল্ক্যের দীর্ঘ বিচার হয়েছিল।[8]সুতরাং ব্রহ্মতত্ত্বের আবিষ্কারের ফলে বৈদিক দেবতারা একেবারে সর্বস্বান্ত হন নাই; তাঁরা পূজাও পেতেন এবং প্রার্থনাও শুনতে পারতেন।

কিন্তু উপরে আর একজন সর্বশ্রেষ্ঠ, সর্ব-বীজ এবং সকলের অধিষ্ঠাতা স্বরূপ ব্রহ্মের আবির্ভাব হওয়াতে তাঁদের পদবী কিছু খাটো হয়ে গেল।মানুষের চেয়ে শ্রেষ্ঠ হলেও একেবারে সর্বশ্রেষ্ঠ আর তাঁরা রইলেন না।শুধু উপাসিতব্য এবং শুধু প্রার্থয়িতব্য আর তাঁরা থাকতে পারলেন না।জাগতিক অন্যান্য পদার্থের ন্যায় তাঁরাও আলোচ্য এবং বিচার্য্য বিষয় হয়ে পড়লেন।

প্রশ্ন-উপনিষদে (২ য় প্রঃ) ভার্গব বৈদর্ভি প্রশ্ন করছেন-

"ভগবন্! কত্যেব দেবাঃ প্রজাংবিধারয়ন্তে? কতর এতৎ প্রকাশয়ন্তে? কঃপুনরেষাং বরিষ্ঠঃ? ইতি।"[9]

সকলের চেয়ে একজন বরিষ্ঠ দেবতার অনুসন্ধান চলছে বটে, কিন্তু অন্যান্য দেবতারাও যে যার কর্তব্য করে যাচ্ছেন। সূর্য, পর্জন্য, বায়ু, পৃথিবী কেউই যান নাই তবে সকলেই একজন বরিষ্ঠের অধীন হয়ে পড়েছেন এবং কাজেই এখন কার কি কাজ, তা বিচারের বিষয় হয়ে পড়েছে।

বৃহদারণ্যকেও জনকের সভায় সমাগত কর্মবিদ্ শাকল্য যাজ্ঞবল্ক্যকে প্রশ্ন করছেন-**'কতি দেবা যাজ্ঞবল্ক্য?'**[10]উত্তরে যাজ্ঞবল্ক্য একাধিক গণনাপদ্ধতির আভাস দিয়েছেন।এক প্রকার গণনায় দেবতাদের সংখ্যা তিন শত তিন, প্রকারান্তরে তিন হাজার তিন; আবার তেত্রিশ, কিংবা ছয়, কিংবা অর্দ্ধ কিংবা একও তাদের সংখ্যা দেখানো যেতে পারে। অষ্ট বসু, একাদশ রুদ্র, দ্বাদশ আদিত্য, ইন্দ্র এবং প্রজাপতি- এই প্রধান কয়জনকে ধরলে দেবতার সংখ্যা তেত্রিশ হয়। অগ্নি,পৃথিবী, বায়ু, অন্তরিক্ষ, আদিত্য এবং দ্যৌঃ- এই গণনায় তাঁদের সংখ্যা হয় ছয়।সকল দেবতাই তিন লোকে বিভক্ত হয়ে আছেন; লোক-গণনায় তাঁদের সংখ্যা হয় তিন। আর সকলের প্রধান, সকলের আশ্রয়, সকলের

[6]ঈশোপনিষদ্ - ১৮

[7]তৈত্তিরীয়োপনিষদ্ (শীক্ষাবল্লী) শান্তিমন্ত্র

[8]বৃহদারণ্যকোপনিষদ্ – ৩য় অধ্যায়

[9]প্রশ্নোপনিষদ্ – ২/১

[10]বৃহদারণ্যকোপনিষদ্ – ৩/৯/১

অধিপতি **'প্রাণ'** বা ব্রহ্মকে ধরলে দেবতারা প্রকৃতপক্ষে এক বই দুই নন। সেই ব্রহ্মকে **'ত্ব'** বা তিনি বলেউল্লেখ করা হয়ে থাকে। ইত্যাদি।

যাজ্ঞবল্ক্যের এই উত্তর হতেও দেখা যায় যে, ব্রহ্ম এসে সকল দেবতাকেই গ্রাস করে বসেছেন বটে, কিন্তু একেবারে হজম করে ফেলতে পারেন নাই।নাম ও রূপের বৈচিত্র্য মধ্যে এক ব্রহ্মই বিদ্যমান; কিন্তু দেবতাদের বিভিন্ন নাম এবং রূপও একেবারে ভিত্তিহীন বলে পরিত্যক্ত হয় নাই।

তৈত্তিরীয় উপনিষদে দেখতে পাই যে, ব্রহ্মবিদের পক্ষেও দেবতারা একেবারে অস্তিত্বহীন হয়ে যান নাই; বরং তাঁরা তখনও বলি আবহন করে থাকেন।- **"স বেদ ব্রহ্ম।সর্ব্বেঽস্মৈ দেবা বলিমাবহন্তি।"**[11]

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, দেবতার উপাসনা এবং দেবতায় বিশ্বাস উপনিষদে লোপ পায় নাই। কিন্তু তাঁদের অনাদিত্ব লোপ পেয়েছে।তাঁরাও সৃষ্ট জীব।সমস্ত বিশ্ব যেমন এক ব্রহ্মের বিভূতি প্রকাশ করছে, সেই বিশ্বেরই অংশ হিসাবে দেবতারাও তেমনই ব্রহ্মের মহিমা দ্যোতনা করছেন।কিন্তু তাঁরা সকলেই তাঁদের অস্তিত্বের জন্য মানুষ্যাদি হীনতর জীবের মত ব্রহ্মের নিকটই ঋণী। তাঁরা হয়ত পূর্বে ভাবতেন যে, যেহেতু তাঁরা নরের প্রদত্ত যজ্ঞীয় হবিঃ ভোগ করতেন, সুতরাং তাঁরা সকলেই স্বয়ম্ভূ এবং স্বয়ং প্রভু। কিন্তু কেনোপনিষদে দেখতে পাই যে, **"ব্রহ্মণো বিজয়ে দেবা অমহীয়ন্ত ত ঐক্ষন্তাস্মাকমেবায়ং বিজয়োঽস্মাকমেবায়ং মহিমেতি।"**[12]কিন্তু ব্রহ্ম তাঁদের নিকট আবির্ভূত হয়ে প্রমাণ করে দিলেন যে, দেবগণের দেবত্ব তাঁর থেকেই উৎপন্ন; তাঁর আদেশেই বিদ্যুৎ ঝলকে।

মুণ্ডকোপনিষদে বলা হয়েছে যে, সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সঙ্গে দেবগণও ব্রহ্ম হতেই প্রসূত হয়েছেন- **"তস্মাচ্চ দেবা বহুধা সংপ্রসূতাঃ সাধ্যা মনুষ্যাঃ পশবো বয়াংসি।প্রাণাপানৌ ব্রীহিযবৌ তপশ্চ শ্রদ্ধা সত্যং ব্রহ্মচর্যং বিধিশ্চ।"**[13]

বৃহদারণ্যকোপনিষদে বলা হয়েছে যে, যেমন ঊর্ণনাভ তন্তু দ্বারা চারিদিকে নিজেকে বিস্তৃত করে, যেমন অগ্নিহতে চারদিকে বিস্ফুলিঙ্গ ছড়িয়ে পড়ে, তেমনি **"এতস্মাৎ আত্মনঃ সর্ব্বে প্রাণাঃ সর্ব্বে লোকাঃ সর্ব্বে দেবাঃ সর্ব্বাণি ভূতানি ব্যুচ্চরন্তি।"**[14] সমস্ত ভূতগণের সঙ্গে দেবগণও ব্রহ্ম হতেই উৎপন্ন হয়েছেন। এরাও সকলেই ব্রহ্মের সৃষ্টি। ঐতরেয় উপনিষৎ ও বলছেন- **"স ঈক্ষতেমে নু লোকালোকপালান্নু সৃজা ইতি।"**[15]তবে, অন্য সৃষ্টি হতে দেবতা সৃষ্টিকে পৃথক্ করতে হলে বলতে পারা যায় যে, তা ব্রহ্মের অতি-সৃষ্টি- **"সৈষা ব্রহ্মণোঽতি সৃষ্টিঃ।"**[16]

প্রজাপতির দুই সন্ততি– দেব এবং অসুর। **"দ্বয়া হ প্রাজাপত্যা দেবাশ্চাসুরাশ্চ।"**[17] এখান থেকেও দেবতাদের সৃষ্টত্ব প্রমাণিত হয়।

প্রশ্ন-উপনিষৎ বলেনঃ **"প্রজাকামো বৈ প্রজাপতিঃ স তপোঽতপ্যত স তপস্তপ্ত্বা স মিথুনমুৎপাদয়তে।"**[18]এই মিথুন আর কিছু নয়- আদিত্য, এবং চন্দ্রমা।

দেবগণ যে শুধু ব্রহ্ম হতে প্রসূত- ব্রহ্ম কর্তৃক সৃষ্ট হয়েছেন, তা নয়। ব্রহ্মই তাঁদেরকে শাসনও করে থাকেন। যথা-

---

[11]তৈত্তিরীয়োপনিষদ্ – ১/৫

[12]কেনোপনিষদ্ – ৩/১

[13]মুণ্ডকোপনিষদ্ –২/১/৭

[14]বৃহদারণ্যকোপনিষদ্ –২/১/২০

[15]ঐতরেয়োপনিষদ্ -১/৩

[16]বৃহদারণ্যকোপনিষদ্ – ১/৪/৬

[17]বৃহদারণ্যকোপনিষদ্ – ১/৩/১ , ছান্দোগ্যোপনিষদ্ – ১/2

[18]প্রশ্নোপনিষদ্ – ১/৪

"যদিদং কিঞ্চ জগৎ সর্বং প্রাণ প্রজতি নিঃসৃতম্। ভয়াদস্য অগ্নি স্তপতি, ভয়াত্তপতি সূর্য্যঃ। ভয়াদিন্দ্রশ্চ, বায়ুশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ।"

তৈত্তিরীয় উপনিষদে বলা হয়েছে যে-

"ভীষাঽস্মাদ্বাতঃ পবতে॥ ভীষোদেতি সূর্য্যঃ॥ভীষাঽস্মাদগ্নিশ্চেন্দ্রশ্চ॥ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চম ইতি॥"[19]

ব্রহ্মের ভয়েই যে সূর্য্য তাপ দেন, অগ্নি উত্তাপ দেন, বায়ু প্রবাহিত হন এবং ইন্দ্র প্রভৃতি স্ব স্ব কার্য্য করে থাকেন, এটাই উপনিষদের বিশ্বাস।বৃহদারণ্যক এই কথাটাই আরও সুন্দর করে বলেছেন-

"এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি সূর্য্যাচন্দ্রমাসৌ বিধৃতৌ তিষ্ঠত এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি দ্যাবা পৃথিবৌ বিধৃতে তিষ্ঠতঃ"[20] ইত্যাদি।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, উপনিষদে বেদের দেবগণ সৃষ্ট জীব হয়ে পড়েছেন; এবং অন্যান্য সৃষ্ট বস্তুর মত ব্রহ্মের শাসনের অধীন হয়ে পড়েছেন। শুধু তাই নয়, তাঁদের ভিতরেও মানুষের ন্যায় বর্ণভেদ আছে; সেখানেও ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয় প্রভৃতি তফাৎ রয়েছে। যথা, বৃহদারণ্যকোপনিষৎ ইন্দ্র, বরুণ, সোম, রুদ্র, পর্জন্য, যম, মৃত্যু এবং ঈশানকে দেবগণের মধ্যে ক্ষত্রিয় (**'দেবত্রা ক্ষত্রাণীন্দ্রো বরুণঃ সোমো রুদ্রঃ পর্জন্যোযমো মৃত্যুরীশান ইতি'**[21]) বলেছেন; আর, বসুগণ, রুদ্রগণ, আদিত্য গণ, বিশ্বদেবগণ এবং মরুদ্ গণকে বৈশ্য-দেবতা বলা হয়েছে এবং পূষন্-কে শূদ্রবর্ণ বলা হয়েছে।

দেবগণ মানুষের মত সৃষ্ট; লোকভেদে এবং বর্ণভেদে বিভক্ত; এবং মানুষেরই মত ব্রহ্মের শাসনের অধীন।কিন্তু মানুষের উপরের স্তরের জীব এঁরা; সুতরাং মানুষের উপর আধিপত্য এদের যায় নাই।মানুষের বাহ্য জগতের সঙ্গে সম্বন্ধ দেবতাদের অধিষ্ঠাতৃত্বেই হয়ে থাকে। ঐতরেয় উপনিষৎ বলেন যে, দেবগণ সৃষ্ট হয়ে মহৎ অর্ণবে পতিত হলেন এবং ক্ষুৎপিপাসায় কাতর হয়ে পড়লেন।তখন তাঁরা আত্মাকে বললেন, "আমাদের একটা দাঁড়াবার স্থান (আয়তন) করে দিন, যেখানে প্রতিষ্ঠিত হয়ে আমরা অন্ন সংগ্রহ করতে পারি।"[22] তখন আত্মা তাঁদের কাছে ক্রমে, গো ও অশ্ব প্রভৃতি এনে উপস্থিত করলেন; কিন্তু তারা বললেন **'ন বৈ নোঽয়মলমিতি'**[23]-এতে আমাদের কিছুই হবে না। তখন আত্মা মানুষকে সেখানে এনে উপস্থিত করলেন। দেবতারা খুসী হয়ে বললেনবেশ হয়েছে- **'সুকৃতং বত।'**[24] আত্মা বললেন, "তোমরা যে যার আয়তনে প্রবেশ কর।তখন অগ্নি বাক্য হয়ে মানুষের মুখে প্রবেশ করলেন; বায়ু প্রাণ হয়ে নাসিকায় প্রবেশ করলেন; আদিত্য দৃক্-শক্তি হয়ে চোখে, দিক্ সমূহ শ্রোত্র হয়ে কর্ণে, ওষধি-বনস্পতিরা লোম হয়ে ত্বকে, এবং চন্দ্রমা মন হয়ে হৃদয়ে প্রবেশ করলেন।[25] ইত্যাদি।সুতরাং মানুষের উপর দেবতাদের আধিপত্যটা রয়েই গেল; মানুষ তাঁদের ভোগ্য হয়েই রইল।

কিন্তু এই এক বিষয়ে দেবতারা মানুষের চেয়ে বড় হলেও, সব বিষয়ে নন। পূর্বে বলা হয়েছে যে, তাঁরাও মানুষের মত সৃষ্ট, এবং মানুষেরই মত ব্রহ্মের অধীন এবং মানুষেরই মত ব্রহ্মের ভয়ে ভীত। এটা ছাড়া আরও একটী

[19]তৈত্তিরীয়োপনিষদ্ – ২/৮
[20]বৃহদারণ্যকোপনিষদ্ – ৩/৮
[21]বৃহদারণ্যকোপনিষদ্ – ১/৪/১১
[22]ঐতরেয়োপনিষদ্ – ২/১
[23]ঐতরেয়োপনিষদ্ – ২/২
[24]ঐতরেয়োপনিষদ্ – ২/৩
[25]ঐতরেয়োপনিষদ্ – ১/৪

গুরুতর বিষয়েও তাঁরা মানুষের চেয়ে শ্রেষ্ঠ নন।তারাও অমুক্ত, তাঁরাও বিগ্রহবান্, এবং তাঁদেরও মুক্তির প্রয়োজন আছে।তাঁদেরও দেহেন্দ্রিয়াদি রয়েছে, তাঁদেরও ভোগ হয়, তাঁদেরও স্থানভেদ, স্বভাবভেদ এবং কার্য্য-ভেদ রয়েছে; এবং এই সমস্ত বন্ধন হতে মুক্ত হওয়া তাঁদেরও মানুষেরই মত প্রয়োজনীয়।

জৈমিনি আচার্য্য বলেছেন, **'ন দেবানাং দেবান্তরাভাবাৎ'** ;- উপাস্য অন্য দেবতা আর নাই বলে দেবতাদের কর্মে অধিকার নাই।অধিকার বলতে সামর্থ্য এবং অর্থিত্ব এই দুইটী জিনিস বোঝায়।কর্মের সামর্থ্য দেবতাদের আছে বটে, কিন্তু কোন প্রয়োজন- কোন অর্থিত্ব তাঁদের নাই; সুতরাং কর্মের বিধি তাঁদের বেলা খাটে না।কিন্তু জ্ঞানের বেলা এ কথা প্রযোজ্য নয়, এটাই বাদরায়ণ আচার্য্যের মত। বেদান্তজ্ঞানের অধিকার- তদ্বিষয়ে সামর্থ্য এবং অর্থিত্ব- শুধু মানুষেরই আছে এমন নয়। মানুষের মধ্যে সকলের, যথা শূদ্রের (বেদান্ত সূত্র ১/৩/৩৪), অবশ্যই উপনয়নে অধিকার নাই; সুতরাং বেদে ও বেদান্তেও অধিকার নাই।তথাপি মানুষের বেদান্তে অধিকার অবশ্যই আছে; কিন্তু শুধু মানুষেরই আছে, এমন নয়।

'তদুপর্য্যপি বাদরায়ণঃ সম্ভবাৎ'[26]-মানুষের উপরিস্থ জীব দেবতাদেরও বেদান্ত জ্ঞানে অধিকার- অর্থিত্ব এবং সামর্থ্য- রয়েছে।

কর্ম দ্বারা যা পাওয়া যায় তা তাঁরা পেয়েছেন, সুতরাং কর্মের প্রয়োজন তাঁদের নাই।কিন্তু জ্ঞান দ্বারা প্রাপ্তব্য মোক্ষ তাঁরা লাভ করেন নাই; সুতরাং জ্ঞানের প্রয়োজন তাঁদেরও রয়েছে।

শুধু যে অধিকার তাঁদের আছে, এমন নয়। দেখা যায়,মাঝে মাঝে তাঁরা সে অধিকারের সদ্ব্যবহারও করেছেন। ছান্দোগ্য উপনিষৎ বলেন যে, **"একশতং হ বৈ বর্ষাণি মঘবান্ প্রজাপতৌ ব্রহ্মচর্য্যমুবাস"**[27]অর্থাৎ ইন্দ্র প্রজাপতির নিকট একশো বছর বেদান্ত অধ্যয়ন করেছিলেন।তাতেও তিনি মুক্ত হয়েছিলেন কি না, সন্দেহ; কেন না, এখনও আকাশে মেঘ ডাকে। তবে, তাঁর যে মুক্তির প্রয়োজন আছে এবং সে বিষয়ে যে তাঁর ইচ্ছার অভাব নাই, তাহা প্রমাণিত হচ্ছে।

কিন্তু এই অর্থিত্ব ও সামর্থ্য দেবতাদের আছে কি না- তাঁদেরও বেদান্তশাস্ত্র অধ্যয়ন করেই মুক্তিলাভ করতে হবে কি না- সে বিষয়ে স্পষ্ট মতভেদ দৃষ্ট হয়।বাদরায়ণ একাধিক সূত্রের সাহায্যে প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছেন যে, তাঁদেরও সে প্রয়োজনটা রয়েছে। আর, সূত্রকারের অর্থ যেখানে স্পষ্ট, সেখানে টীকাকারদের মতভেদ হওয়া কঠিন; সুতরাং এ ক্ষেত্রে শঙ্কর, রামানুজ এবং বল্লভাচার্য্য প্রভৃতির মধ্যে কোন মতভেদ নাই। সকলেই একবাক্যে স্বীকার করছেন যে, দেবতারাও দেহী, তাঁদেরও ভোগ হয়; তবে, তাঁরা মানুষের চেয়ে শ্রেষ্ঠ স্তরের দেহী; এবং সেই জন্য একই সময়ে যুগপৎ একাধিক স্থানে তাঁরা পূজা গ্রহণ করতে পারেন।কিন্তু তথাপি মুক্তির প্রয়োজন তাঁদেরও রয়েছে।

বাদরায়ণ নিজেই বলছেন যে, জৈমিনি আচার্য্য এই মত গ্রহণ করতে নারাজ।[28]কিন্তু বাদরায়ণ যুক্তিজাল বিস্তার করে বেদান্তে দেবগণের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে তুমুল চেষ্টা করেছেন।তাঁর সে সব যুক্তির বিশ্লেষণ এখানে করা সম্ভব হবে না। কিন্তু একটা কথা ঠিক যে, বেদান্তে দেবগণের পদাবনতি ঘটেছে বটে, কিন্তু তাঁরা মোটেই লোপ পান নাই।পরাভূত পরাধীন জাতির মত তাঁরা ব্রহ্মের প্রশাসনে রয়েছেন; কিন্তু তথাপি রয়েছেন; এবং যে পর্য্যন্ত বিশুদ্ধ ব্রহ্মজ্ঞানলাভ দ্বারা মুক্ত না হবেন, বাদরায়ণের মতে অন্ততঃ- সেই পর্যন্ত তাঁরা থাকবেনই। আর, যাদেরমতে মুক্তির

[26]বেদান্ত সূত্র – ১/৩/২৬

[27]ছান্দোগ্যোপনিষদ্ – ৮/১১/৩

[28]বেদান্ত সূত্র – ১/৩/৩১-৩২

কোন প্রয়োজন তাঁদের নাই, তাঁদের মতেও তাঁরা অবশ্যই থাকবেন। সুতরাং দেবতারা মুক্তই হউন, আর অমুক্তই হউন, বেদে যেমন বেদান্তেও তেমনি তারা বিদ্যমান রয়েছেন।

ব্রহ্মাদ্বৈতবাদের সঙ্গে বহু দেবতায় বিশ্বাস যে একেবারে করা যায় না, তা নয়।উপনিষদ্ অবশ্যই দেবতাদেরকে একেবারে চরম সত্য বলে স্বীকার করতে পারে না; সেটা তার অদ্বৈতবাদের বিরোধী। বিশেষতঃ **"মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি য ইহ নানেব পশ্যতি।"**[29] কিন্তু ব্রহ্মের একত্ব এবং অদ্বিতীয়তা সত্ত্বেও যেমন ব্যবহারিক জগতে বহুর প্রতীতি সম্ভব হয়ে থাকে, তেমনি সমস্ত বিশ্ব ব্রহ্মময় হলেও এই বিশ্বেরই মাঝে তির্য্যগাদি বিভিন্ন যোনির জীবের অস্তিত্বের সঙ্গে সঙ্গে দেবগণের অস্তিত্বও সম্ভব হয়েছে।

অতি বড় অদ্বৈতবাদী শঙ্করাচার্য্যও ত্রিপুরাসুন্দরী গঙ্গা প্রভৃতি দেবতার স্তোত্র রচনা করেছেন বলে প্রসিদ্ধি আছে। যেমন পিতামাতা, গুরুশিষ্য, দেবদত্ত, যজ্ঞদত্ত প্রভৃতির ভেদ ব্যবহারিক জীবনে শঙ্করও স্বীকার করেছিলেন, তেমনি সঙ্গে সঙ্গে বহুবিধ দেবদেবীর ভেদও স্বীকার করা তাঁর পক্ষে অসম্ভব ছিল না।অবশ্যই তাঁর মতে অন্তিমে যুস্মদ্ অস্মদ্ প্রত্যয়মূলক সকল ভেদই যেমন অধ্যাস মাত্র, তেমনই বিভিন্ন দেবগণের নানাত্বও একটা ভ্রান্তি ভিন্ন আর কিছুই নয়।কিন্তু এ জগৎ প্রপঞ্চ যতটুকু সত্য, দেবগণ তার চেয়ে কম সত্য নন। বরং এই জগৎ- প্রপঞ্চ বলতে আমরা যা বুঝি, তারই ঊর্দ্ধদেশে এই দেবগণের নিবাস।

সুতরাং কেউ যদি বলেন, বেদান্তে বৈদিক দেবতারা সব তিরোহিত হয়েছেন- সূর্য্যের উদয়ে অন্ধকারের মত, ব্রহ্মের আবির্ভাবে তারা সব যে কোথায় উধাও হয়েগিয়েছেন, তার কোন ঠিকঠিকানা নাই- তা হলে, তিনি যে ভুল বলবেন, আশা করি, অতঃপর এটা স্বীকৃত হবে।

সহায়ক গ্রন্থঃ-

☆রামনারায়ণআচার্য, (১৯৪৮), ***ঈশাদিবিংশোত্তরশতোপনিষদ্***, নির্ণয় সাগর প্রেস।

☆ সুকুমারীভট্টাচার্য, (১৯৬০), ***ইতিহাসের আলোকে বৈদিক সাহিত্য***, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ।

☆উপেন্দ্রনাথমুখোপাধ্যায়, ***মনু-সংহিতা*** *(চতুর্থসংস্করণ)*, বসুমতীসাহিত্যমন্দির, কলিকাতা, ১৩৩৬সাল।

☆অমূল্যচরণবিদ্যাভূষণ, ***প্রচীনভারতেরসংস্কৃতিওসাহিত্য***, কলিকাতা, ১৩৬৯সাল।

☆*The Journal of TheRoyal Asiatic Society* of Great Britain and Ireland for1897.

☆আচার্যশ্রীরামশর্মা, ***১০৮ উপনিষদ*** (সাধনাখণ্ড), যুগ নির্মাণ যোজনা, মথুরা, উত্তর প্রদেশ, ২০০৫, মহা উপনিষদ ৬-৭২, পৃষ্ঠা- ১৯৩।

☆সুধাকরমালবীয়, ***গোভিল গৃহ্যসূত্র***, চৌখম্বা সংস্কৃত সংস্থান, বারাণসী, ২০১৬।

☆মিশ্র জগদীশচন্দ্র, ***পারস্কর গৃহ্যসূত্র***, চৌখম্বা সুরভারতী প্রকাশন, বারাণসী, ২০১৮।

☆রামনারায়ণবিদ্যারত্ন তথা আনন্দচন্দ্রবেদান্তবাগীশ, ***আশ্বলায়ন গৃহ্যসূত্র***, বাপটিষ্ট মিশন, কলকাতা, ১৮৬৯।

☆ রমেশচন্দ্র দত্ত, ***ঋগ্বেদ সংহিতা*** (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড), হরফ প্রকাশনী, কলকাতা, ২০১৩।

☆ রমেশচন্দ্র দত্ত, ***যজুর্বেদ সংহিতা***(শুক্ল ও কৃষ্ণ), হরফ প্রকাশনী, কলকাতা, ২০১৩।

☆ রমেশচন্দ্র দত্ত, ***অথর্ববেদ সংহিতা***, হরফ প্রকাশনী, কলকাতা, ২০১৩।

[29]কঠোপনিষদ্ – ২/১/১০